বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৫

The Civil Aviation Ordinance, 1960 (Ordinance No. XXXII of 1960) রহিতক্রমে, আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত কনভেনশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল বিধিবদ্ধকরন, নিয়ন্ত্রণ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ কার্যকর করিতে উন্নততর ও যুগোপযোগি বিধান প্রনয়ণকল্পে একটি আইন।

যেহেতু The Civil Aviation Ordinance, 1960 (Ordinance No. XXXII of 1960) রহিতক্রমে, আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত কনভেনশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল বিধিবদ্ধকরন, নিয়ন্ত্রণ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ কার্যকর করিতে উন্নততর ও যুগোপযোগি বিধান প্রনয়ণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ বিধানসমূহ প্রনয়ণ করা হইলঃ-

অধ্যায়-০১
সাধারন বিধানাবলী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ।-

(১) এই আইন''বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৫'' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, এবং বাংলাদেশের সকল বেসামরিক বিমানঘাঁটি অথবা বিমান বন্দর, সকল নাগরিক ও বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন বিমান বা বিমানে অবস্থিত সকল ব্যক্তি, উক্ত বিমান বা নাগরিক অথবা ব্যক্তিবর্গ যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত কোন বিমান বা বিমানে আরোহণকৃত সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, তবে এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা, ANO, সার্কুলার বা আদেশের কোন কিছুই -

(ক) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিমান বা রাষ্ট্রীয় বিমান হিসাবে বিবেচিত কোন বিমানের ক্ষেত্রে বা উক্তরূপ বিমানে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদিনা সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার কোন বিধানকে, সংশোধনক্রমে বা সংশোধন ব্যতীত, উক্তরূপ কোন বিমান বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে;

(খ) কেবল সামরিক বিভাগের ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রীয় বিমান পরিচালনা বা রাষ্ট্রীয় বিমান হিসাবে বিবেচিত কোন বিমান পরিচালনা, বিমান বন্দর বা বিমানঘাঁটি পরিচালনার জন্য বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন কার্য সম্পাদনের জন্য কর্তৃপক্ষকে কোন অধিকার প্রদান করিবে না;

(গ) কোন বাতিঘরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যাহার ক্ষেত্রে বাতিঘর আইন, ১৯২৭ প্রযোজ্য হয়, অথবা উক্ত আইনের অধীন কোন অধিকার ভোগের বা ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী কোন কর্তৃপক্ষের অধিকার বা ক্ষমতা ক্ষুণ্ন করিবে না।

(৩) ইহা সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২. সংজ্ঞা।-

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) ''বিমানঘাঁটি'' অর্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিমান অবতরণ/আগমন, উড্ডয়ন/প্রস্থান ও ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলের জন্য ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট কোন স্থল বা জলভাগ (কোন ইমারত, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতিসহ);

(২) ''প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য বেআইনি আচরণ'' বলতে সেই সকল কার্য সম্পাদন বা সম্পাদন করার প্রচেষ্টাকে

বুঝায় যাহা বেসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিপন্ন করে, যাহা কেবলমাত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে-

(ক) বেআইনিভাবে বিমানের কর্তৃত্ব গ্রহণ;

(খ) সেবায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায় বিমানের ক্ষতিসাধন;

(গ) বিমান ঘাঁটিতে অথবা বিমানের ভিতরে কাউকে জিম্মি করা;

(ঘ) বিমানের অভ্যন্তরে, কোন বিমান বন্দরে অথবা এ্যারোনটিক্যাল স্থাপনায় বলপ্রয়োগ পূর্বক অনধিকার প্রবেশ;

(ঙ) সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের উদ্দেশ্যে বিমানের অভ্যন্তরে অথবা বিমান বন্দরে অস্ত্র অথবা বিপজ্জনক যন্ত্র বা পদার্থ ব্যবহার;

(চ) জীবন নাশের ও মারাত্মক শারীরিক আঘাতের অথবা সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সেবায় নিয়োজিত বিমানের ব্যবহার;

(ছ) উড্ডয়নরত অথবা ভূমিতে অবস্থানরত বিমানের, যাত্রী, ক্রু পরিসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অথবা বিমান বন্দর বা বেসামরিক বিমান চলাচলের যে কোন স্থাপনায় অবস্থানরত জনসাধারনের নিরাপত্তা বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অসত্য তথ্যের সরবরাহ।

(৩)"এরিয়াল কার্য (Aerial Work)" অর্থ বিমান পরিচালনা, যেক্ষেত্রে বিশেষায়িত কোন কার্য, যেমন- কৃষি, নির্মাণকার্য, চিত্রগ্রহণ, জরিপ, পর্যবেক্ষণ ও টহল, তল্লাশি ও উদ্ধার, এরিয়াল বিজ্ঞাপন, ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন বিমানের ব্যবহার;

(৪) "বিমান" অর্থ যে কোন যন্ত্র, যাহা বাতাসের প্রতিঘাত, ভূ-পৃষ্ঠের বিপরীতে নহে, দ্বারা বায়ুমন্ডলে ভর করিয়া ভাসিতে পারে, যাহাতে বন্দী বা মুক্ত বেলুন, এয়ারশিপ, ঘুড়ি, গ্লাইডার এবং উড্ডয়নরত যন্ত্র অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫)"বিমান ইঞ্জিন" অর্থ কোন ইঞ্জিন যাহা বিমান চালনার জন্য বা বিমান চালনার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয় এবং প্রপেলর ব্যতীত উহার সকল খুচরা অংশ, আনুষঙ্গিক ও সহায়ক সাজ-সরঞ্জামও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬)"বিমান ছিনতাই" অর্থ শক্তি প্রয়োগ ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে বা যে কোন ধরনের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অসৎ উদ্দেশ্যে কোন বিমান আটক করা বা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ বা উহার উদ্যোগ গ্রহণ;

(৭)"এয়ারম্যান (Airman)" শব্দটি অর্থে বুঝাইবে-

(ক) কোন ব্যক্তি যিনি কোন বিমান চালনায় প্রধান ব্যক্তি হিসাবে বা পাইলট হিসাবে, বিমান প্রকৌশলী বা মেকানিক হিসাবে বা ক্রু'র সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, অথবা যিনি বিমানটি গন্তব্যে চলাকালীন অবস্থায় উহার অবস্থান নির্ণয়ের দায়িত্বে থাকেন; বা

(খ) কোন ব্যক্তি যিনি কোন বিমান, বিমানের ইঞ্জিন, প্রপেলর বা সরঞ্জামাদি পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষন, ওভারহোলিং বা মেরামতের দায়িত্বে থাকেন; বা

(গ) কোন ব্যক্তি যিনি ফ্লাইট অপারেশন অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

(৮)"এয়ার নেভিগেশন ব্যবস্থাপনা" অর্থ এয়ার নেভিগেশনের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য ডিজাইনকৃত কোন ব্যবস্থাপনা, এবং বিমানবন্দর, অবতরণ এলাকা, লাইট, বা আবহাওয়ার তথ্য সম্প্রচারের জন্য, সিগন্যালের জন্য, বেতার নির্দেশনা সন্ধান বা বেতার ও অন্যান্য তড়িৎ-চৌম্বকীয় যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত কোন এ্যাপারেটাস বা যন্ত্রপাতি, এবং আকাশের কোন ফ্লাইট বা বিমানের অবতরণ ও উড্ডয়নের নির্দেশনা প্রদান বা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অন্য কোন কাঠামো বা মেকানিজম/কৌশলও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯)"এয়ার অপারেটর (Air Operator)" অর্থ কোন সংস্থা যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা নিজের মাধ্যমে বা লীজ নিয়া বা অন্য কোন ব্যবস্থাধীনে বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন ও পরিচালনার সহিত সম্পৃক্ত;

(১০)"এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেট (Air Operator Certificate)" অর্থ সুনির্দিষ্ট বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন পরিচালনার কর্তৃত্ব/ক্ষমতা প্রদান করিয়া কোন অপারেটরকে প্রদত্ত সার্টিফিকেট;

(১১)"বিমান বন্দর" অর্থ কোন বিমানঘাঁটি, যেখানে সরকারের অনুমোদনে, বেসামরিক বিমান চলাচলের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন করা হইয়াছে;

(১২)"আকাশসীমা লঙ্ঘন" অর্থ বিমানের সুরক্ষার ও নিরাপত্তার প্রয়োজন ব্যতীত, যথাযথ অনুমতি এবং/অথবা

চেয়ারম্যানের অনুমোদন ব্যতিরেকে বাংলাদেশের আকাশসীমায় ইচ্ছাকৃতভাবে প্রবেশ করা হইয়াছে এমন কার্য;

(১৩)''শিকাগো কনভেনশনের পরিশিষ্ট'' অর্থ আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) কর্তৃক ইস্যুকৃত বেসামরিক বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানদন্ড ও সুপারিশ সম্বলিত দলিলাদি;

(১৪)''Air Navigation Order (ANO)'' অর্থ চেয়ারম্যানের উপর এই আইন দ্বারা অর্পিত কর্তৃত্ববলে এ্যারোনটিক্যাল ও নন-এ্যারোনটিক্যাল বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তৎকর্তৃক জারীকৃত আদেশ ও আবশ্যক শর্তাদি;

(১৫)''আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি/এ্যাপিয়লয়েন্সেস'' অর্থ উড্ডয়নরত বিমানের নেভিগেশন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট, এ্যাপারেটাস, পার্টস, এ্যাপারটেন্যান্স (Appurtenance) বা একসেসরিজ (Accessories), যে নামেই বর্ণিত হউক না কেন, (প্যারাসুট ও কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট ও অন্য কোন ম্যাকানিজম বা উড্ডয়নের সময় বিমানের সহিত স্থাপিত বা সংযুক্ত ম্যাকানিজমসহ) এবং যাহা বিমান, বিমানের ইঞ্জিন বা প্রপেলরের অংশ বা অংশসমূহ নহে;

(১৬)''বিমান পরিবহন সেবা'' অর্থ আকাশপথে যাত্রী, পন্য, ডাক ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবহনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোন সেবা;

(১৭)''কর্তৃপক্ষ'' অর্থ বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ;

(১৮) ''বাণিজ্যিক উড্ডয়ন'' অর্থ ভাড়ায় বা পারিতোষিকের বিনিময়ে আকাশপথে কোন যাত্রী, ডাক/মেইল বা মালপত্র বহনের জন্য উড্ডয়ন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন ব্যবসা বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন এবং ''বাণিজ্যিক ফ্লাইট'' অভিব্যক্তিও এই একই অর্থে ব্যবহৃত/ব্যাখ্যেয় হইবে;

(১৯) ''রপ্তানি'' অর্থ বাংলাদেশের বাহিরে নিয়ে যাওয়া;

(২০)''আমদানি'' অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসা;

(২১) ''অবতরণ এলাকা'' অর্থ মুভমেন্ট এরিয়ার (Movement Area) যে অংশে বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণ করে;

(২২)''চেয়ারম্যান'' অর্থ বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(২৩)''শিকাগো কনভেনশন'' অর্থ ১৯৪৪ সালে আমেরিকার শিকাগোয় সম্পাদিত আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান পরিবহন কনভেনশন যাহা ১৯৪৭ সালে কার্যকর হয়। শিকাগো কনভেনশনের অনুচ্ছেদসমূহ আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান পরিবহণের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে এবং মানদন্ড ও সুপারিশ সংযুক্ত ICAO কনভেনশনের পরিশিষ্টের মাধ্যমে চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে;

(২৪)''বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন পরিচালনা (Commercial Air Transport Operation)'' অর্থ পারিশ্রমিক বা ভাড়ায় যাত্রী, কার্গো বা মেইল/ডাক পরিবহণে নিয়োজিত বিমান পরিচালনা;

(২৫)''বাংলাদেশের নাগরিক'' এই অভিব্যক্তি অর্থে বুঝাইবেঃ

(ক) কোন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের নাগরিক; বা

(খ) কোন অংশীদারিত্ব যাহার প্রত্যেক সদস্য বাংলাদেশের নাগরিক; বা

(গ) বাংলাদেশের আইনের অধীন সৃষ্ট বা ব্যবস্থিত ও কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কোন কর্পোরেশন বা সমিতি/সংস্থা।

(২৬)''বেসামরিক বিমান'' অর্থ রাষ্ট্রীয় বিমান ব্যতীত অন্য কোন বিমান;

(২৭)''বেসামরিক বিমান চলাচল'' অর্থ সাধারণ বিমান চলাচল, এরিয়াল কার্য বা বাণিজ্যিক বিমান চলাচলের উদ্দেশ্যে কোন বেসামরিক বিমান পরিচালনা;

(২৮)''ক্রু সদস্য'' অর্থ কোন ব্যক্তি যাহাকে কোন অপারেটর কর্তৃক ফ্লাইটের সময়/উড্ডয়নকালে বিমানের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়;

(২৯)''বিপজ্জনক পণ্য (Dangerous Goods)'' অর্থ কোন দ্রব্য বা বস্তু যাহা স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সম্পত্তি বা পরিবেশের ক্ষতি করিতে পারে/ঝুঁকিপূর্ণ এবং যাহা ICAO এর টেকনিক্যাল নির্দেশনায় (Technical Instructions) বিপজ্জনক পণ্যের তালিকার অন্তর্ভুক্ত বা উক্ত নির্দেশনা অনুসারে যাহা শ্রেণিভুক্ত করা হইয়াছে;

(৩০)''বিদেশি অপারেটর'' অর্থ কোন রাষ্ট্র কর্তৃক ইস্যুকৃত এওসি (AOC) ধারণকারী কোন অপারেটর যিনি অন্য কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আকাশ সীমায় বিমান অপারেট করেন বা অপারেট করিতে চাহেন;

(৩১)"জেনারেল এভিয়েশন পরিচালনা (General Aviation Operation)" অর্থ বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন বা কোন এরিয়াল কার্য পরিচালনা ব্যতীত অন্য কোন বিমান পরিচালনা;

(৩২)"সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(৩৩)"হেলিপোর্ট (Heliport)" অর্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন হেলিকপ্টার অবতরণ, উড্ডয়ন ও ভূ-পৃষ্ঠে চলাচল করিবার জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত বিমানঘাঁটি/এ্যারোড্রাম বা কোন কাঠামোর উপর নির্ধারিত এলাকা;

(৩৪) "ICAO (International Civil Aviation Organization)" অর্থ আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা;

(৩৫)"আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিমান পরিবহণ" অর্থ দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পারিতোষিক বা ভাড়ার বিনিময়ে বিমানে যাত্রী বা সম্পদ পরিবহণ অথবা ডাক পরিবহন;

(৩৬)"নেভিগেশনযোগ্য/বিমান চলাচলযোগ্য আকাশসীমা" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত সর্বনিমণ ফ্লাইট অল্টিচিউড (Flight Altitude) এর উর্ধ্বের আকাশসীমা এবং বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা আবশ্যক এইরূপ আকাশসীমাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩৭)"বিমানের নেভিগেশন (Navigation of aircraft)" অর্থ কোন কার্য যাহা বিমানের পাইলটিং/চালনা অন্তর্ভুক্ত করে;

(৩৮)"অপারেটর (Operator)" অর্থ কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা এন্টারপ্রাইজ যিনি বা যাহা বিমান পরিচালনার সহিত সম্পৃক্ত বা সম্পৃক্ত হইতে ইচ্ছুক;

(৩৯)"ব্যক্তি" অর্থ কোন ব্যক্তিসত্তা, ফার্ম, অংশীদারিত্ব, কর্পোরেশন, কোম্পানি, সমিতি/সংঘ, জয়েন্ট-স্টক সমিতি, বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, এবং যাহাতে কোন ট্রাস্টি, গ্রহীতা, স্বত্বনিয়োগী অথবা এই সকল সত্তার অনুরূপ অন্যান্য প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত;

(৪০)"প্রপেলার (Propeller)" অভিব্যক্তি অর্থে প্রপেলরের সকল খুচরা যন্ত্রাংশ এবং আনুষঙ্গিক ও সহায়ক সরঞ্জাম (Appurtenances and Accessories) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪১) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(৪২) "বেসামরিক বিমান চলাচলের উদ্দেশ্য" ইহার মধ্যে আকাশ প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত আকাশ পথে চলাচলের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উদ্দেশ্য অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(৪৩) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৪৪)"প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৪৫)"স্ক্রীনিং" অর্থ যন্ত্র অথবা যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহৃত অন্যান্য বস্তুর ব্যবহার যাহা বেআইনি আচরণের উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র, বিস্ফোরক অথবা অন্যান্য মারাত্মক যন্ত্রাদি, বস্তু বা সামগ্রী শনাক্ত এবং/অথবা সন্ধান করিতে পারে;

(৪৬)"সেবা প্রদানকারী সংস্থা" অর্থ বিমান চলাচলের পরিসেবা প্রদানকারী যেকোন প্রতিষ্ঠান;

(৪৭)"খুচরা যন্ত্রাংশ (Spare Parts)" অর্থ বিমান (বিমানের ইঞ্জিন ও প্রপেলার ব্যতীত), বিমান ইঞ্জিন (প্রপেলার ব্যতীত), প্রপেলার ও এ্যাপলায়েন্স (Appliance) এর কোন অংশ, যাহা কোন বিমানে, বিমান ইঞ্জিনে, প্রপেলারে বা এ্যাপলায়েন্স স্থাপন বা ব্যবহারের জন্য রক্ষণাবেক্ষন করা হয় এবং যাহা ঐ সময় উহাদের মধ্যে স্থাপন বা সংযুক্ত করা হয় নাই;

(৪৮)"বাংলাদেশের বিশেষ বিমান অধিক্ষেত্র" ইহা অন্তর্ভুক্ত করিবেঃ

(ক) বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান; এবং

(খ) বাংলাদেশের অধিক্ষেত্রাধীন অন্য কোন বিমান, যখন বিমানটি ফ্লাইটে থাকে, যেখানে ফ্লাইট বলিতে এম্বারকেশনের (Embarkation) পর বিমানের সকল বহিরদরজা বন্ধ করিবার সময় হইতে ডিজএম্বারকেশনের (Disembarkation) জন্য অনুরূপ কোন একটি দরজা খোলার সময় পর্যন্ত অথবা, জরুরী অবতরণের ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত বিমান, উহার যাত্রী এবং সম্পদের দায়িত্ব গ্রহণ না

করা পর্যন্ত সময়কে বুঝায়;

(৪৯)"রাষ্ট্রীয় বিমান" অর্থ মিলিটারি, কাস্টমস্ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা বাংলাদেশ সরকারের জন্য ব্যবহৃত বিমান;

(৫০)"বৈধতা" অর্থ এই আইন দ্বারা চেয়াম্যানকে অর্পিত কোন কার্য ব্যতীত অন্য কোন চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কোন কার্যের লিখিত আইনী অনুমোদন;

অধ্যায়-০২
অব্যাহতি প্রদান, বিধি- প্রবিধান প্রনয়ণ এবং বিমান দুর্ঘটনা ও মারাত্মক ঘটনার তদন্ত ইত্যাদি

৩। অব্যাহতি, ইত্যাদির ক্ষমতা।-

(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত পরিবর্তন বা শর্ত সাপেক্ষে, যে কোন বিমান বা বিমান শ্রেণী এবং যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণীকে এই আইনের অধীন প্রণীত সকল বা যে কোন বিধি হইতে অব্যাহতি প্রদান, অথবা উক্তরূপ সকল বা যে কোন বিধান যে কোন বিমান বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান বিমান চলাচল সংক্রান্ত ANO তে বর্ণিত শর্তাবলি প্রতিপালন হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন, যদি তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উহা জনস্বার্থে সঠিক পদক্ষেপ এবং একই রকম সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত রহিয়াছে।

(৩) চেয়ারম্যান অব্যাহতির জন্য আবেদন ও অব্যাহতি অনুমোদন সম্পর্কিত ANO জারি করিতে পারিবেন। চেয়ারম্যান তৎকর্তৃক গৃহীত অব্যাহতি কার্যক্রম প্রকাশ করিতে পারিবেন।

৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-

(১) আন্তর্জাতিক কনভেনশন বাস্তবায়ন সংক্রান্তঃ

এই আইনে প্রদত্ত পরিধির মধ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) ১৯৪৪ সনের ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখে শিকাগোয় স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল কনভেনশন এবং কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৯৪ (Article 94) অনুসারে উহার কোন সংশোধন;

(খ) ১৯৪৮ সনের ১৯ জুন জেনেভায় স্বাক্ষরিত "Convention on International Recognition of Rights in Aircraft" শীর্ষক কনভেনশন এবং ইহার কোন সংশোধনী;

(গ) ১৯৫২ সনের অক্টোবর মাসের ৭ তারিখে রোমে স্বাক্ষরিত Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface এবং উহার সংশোধন; এবং

(ঘ) বেসামরিক বিমান চলাচল সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশ ও অন্য কোন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত অন্য কোন সন্ধিপত্র, চুক্তি বা কনভেনশন বা এতদসংক্রান্ত কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত।

(২) সাধারনঃ

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(খ) প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া এইরূপ বিধি সমূহে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকিতে পারিবে, যথাঃ-

(অ) এই আইনের দ্বারা অথবা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সকল কর্তৃত্ব প্রয়োগ সংক্রান্ত;

(আ) আকাশপথে পরিবহন সেবা ও বাণিজ্যিক ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ এবং অনুমোদিত লাইসেন্সের কর্তৃত্ববলে এবং অনুসারে প্রতিষ্ঠিত অনুরুপ যে কোন সেবা বা ফ্লাইটের ক্ষেত্র ব্যতীত উক্তরূপ যে কোন সেবা প্রদানের ও বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনার ক্ষেত্রে বিমান ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত;

(ই) বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর বা হেলিপোর্টের রক্ষণাবেক্ষন সার্টিফিকেট প্রদান, ক্ষমতা প্রদান, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ, উহা সংরক্ষণ ও সেবা প্রদানের শর্তাবলী, উহা ব্যবহার বা উহাতে প্রদত্ত সেবার ফি নির্ধারণ,

লাইসেন্সবিহীন বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর বা হেলিপোর্ট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ, এবং বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর বা হেলিপোর্ট বা উহার সন্নিকটে অবস্থানকারী ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত;

(ঈ) এয়ারম্যান লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট, এয়ারওর্দিনেস সার্টিফিকেট, এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেট, প্রশিক্ষণ সংস্থা (ATO) ও রক্ষণাবেক্ষন সংস্থা (AMO), বিমানের নকশা প্রনয়ণকারী ও প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিমানঘাঁটি অথবা বিমান বন্দর এর লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট বা অনুমোদন সংক্রান্ত;

(উ) বিমান চিহ্নিত করন সংক্রান্ত;

(ঊ) বিমান ভাড়া, চার্টার, ইজারা বা বন্ধক সংক্রান্ত;

(ঋ) যে কোন বিমান বা বিমান শ্রেণির তৈরি, বিক্রয়, আমদানী-রপ্তানী, নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত;

(এ) বিমানে যাত্রী, পণ্য, ডাক ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবহন বা শিল্পের কাজে ব্যবহার নির্ধারণ সংক্রান্ত;

(ঐ) বিমান চালনার সহিত জড়িত বা নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ সংক্রান্ত;

(ও) বাংলাদেশে প্রবেশে বা বাংলাদেশ হইতে প্রস্থানে বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর নির্ধারণ সংক্রান্ত;

(ঔ) কোন নির্ধারিত এলাকার উপর দিয়া সম্পূর্ণরূপে বা নির্ধারিত সময়ের জন্য বা নির্ধারিত শর্তাবলী ও ব্যতীক্রম সাপেক্ষে বিমান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ সংক্রান্ত;

(অঅ) বিমানপথের সংকেত, বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে বা হেলিপোর্টের লাইট, বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর বা বিমানপথের নিকটবর্তী এলাকায় লাইট সরবরাহ, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত;

(আআ) বিমানঘাঁটির বা বিমানবন্দরের বা হেলিপোর্টের অবতরণ এলাকার সন্নিকটে বাধা দূরীকরণার্থে একই মাণদ-নির্ধারণ ও উহা প্রতিপালন সংক্রান্ত;

(ইই) বাঁধাকে সীমাবদ্ধকারী তল সমূহের (Obstructers Limitation Surfaces) উপরে, নীচে অথবা বাহিরে নতুন কোন অবকাঠামো নির্মাণে ভূমি ব্যবহারকারী কর্তৃক যথাযথ কর্তপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা এবং উহার অনুসরন নিশ্চিতকরন সংক্রান্ত;

(ঈঈ) ভূমি ব্যবহারকারী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সৃষ্ট পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের (Conflicting Interest) ক্ষেত্রে বিমানের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং বিমানের সুরক্ষা ও পরিবেশগত প্রযোজনীয়তার মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দের ব্যবস্থাপনার জন্যে কার্যকর পদ্ধতি সংস্থাপন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত;

(উউ) এরোড্রাম বা বিমানবন্দর বা হেলিপোর্টের বা বিমানপথের নিকটবর্তী এলাকার উপর অবস্থিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক বা দখলকারী কর্তৃক উক্ত সম্পত্তির উপর লাইট স্থাপন ও সংরক্ষণ, উক্তরূপে স্থাপন ও সংরক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ, এতদুদ্দেশ্যে স্থাপিত ও সংরক্ষিত সম্পত্তিতে প্রবেশাধিকারসহ উহা তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর বা হেলিপোর্টের সন্নিকটে অবস্থিত বিমানের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ লাইট, রেডিও, বৈদ্যুতিক উপকরণাদি এবং ধোঁয়া উৎপাদনকারী বস্তু সরানো সংক্রান্ত;

(ঊউ) বিমান বা উহাতে আরোহিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সংকেত প্রদান বা উক্ত বিমান বা ব্যক্তিবর্গের নিকট সংকেত প্রেরণ বা যোগাযোগ স্থাপন এবং উহা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত;

(ঋঋ) বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে বাধা দূরীকরণ, আকাশপথে বিমান চলাচলে সুরক্ষা, কার্যকারিতা ও নিয়মানুবর্তিতা এবং বিমান ও উহাতে বহনকৃত সকল যাত্রী, পণ্য, ডাক ও অন্যান্য সামগ্রীর সুরক্ষা এবং বিমান কর্তৃক অন্যান্য ব্যক্তি ও সম্পত্তির জন্য ঝুঁকি প্রতিরোধ নিশ্চিত করিবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ সংক্রান্ত;

(এএ) বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী যুদ্ধাস্ত্র অথবা যুদ্ধোপকরন অথবা অন্য যে কোন নির্ধারিত আগ্নেয়াস্ত্র, বস্তু বা উপকরণাদি বিমানে পরিবহন নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত;

(ঐঐ) ফ্লাইটে নিরাপত্তা কর্মকর্তা (In-flight security officer) নিয়োগের বিধান সংক্রান্ত;

(ওও) আকাশপথে বিমান চালনার উদ্দেশ্যে, বিমান চালনার সহিত জড়িত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত;

(ঔঔ) আকাশপথে বেসামরিক বিমান চালনা সংক্রান্ত পতাকা বা ব্যানার এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সরকার

কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন পতাকা বা ব্যানার ব্যবহারের নিয়মাবলী সংক্রান্ত;

(অঅঅ) বেসামরিক বিমান চলাচল এ পরিবেশ সংরক্ষণ (Environmental Protection) এবং উক্ত ক্ষেত্রে হতে কার্বন নিঃসরন হ্রাসকরন বিষয়ে কার্য পরিকল্পনা (Action Plan) প্রনয়ণ সংক্রান্ত;

(আআআ) বেসামরিক বিমান চলাচল এ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ (Consumer Rights Protection) সংক্রান্ত;

(ইইই) বিমান দূর্ঘটনার শিকার ব্যক্তি এবং তাহার পরিবারকে সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত;

(ঈঈঈ) বেসামরিক বিমান হিসাবে রাষ্ট্রীয় বিমানের ব্যবহার সংক্রান্ত;

(উউউ) বেসামরিক বিমান চলাচল এ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য বেআইনি আচরণের বিরূদ্ধে নিরাপত্তা প্রদান সংক্রান্ত;

(ঊঊঊ) রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী (State Safety Programme) এবং জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা কর্মসূচী (NCASP), জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা মান কর্মসূচী (NCASQP), জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী (NCASTP) ইত্যাদি সংক্রান্ত;

(ঋঋঋ) এই আইনের কোন সংশোধনী আনয়ন এবং নতুন আইন প্রনয়ন এর প্রস্তাবনা সংক্রান্ত;

(এএএ) বেসামরিক বিমান পরিবহনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উহার নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত;

(ঐঐঐ) এই আইন ও তদাধীন প্রনীত বিধি বাস্তবায়নে চেয়ারম্যান কর্তৃক ANO জারী সংক্রান্ত;

(ওওও) এই আইন, তদাধীন প্রনীত বিধি বা প্রবিধান লংঘনের জন্য প্রয়োগতব্য শাস্তি বা দন্ড আরোপ ও এর পরিমান নির্ধারন এবং উহার কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত;

(ঔঔঔ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সহায়ক অন্য কোন বিষয়।

৫। যুদ্ধ বা জরুরী অবস্থায় আদেশ জারীর ক্ষমতা।-

(১) যুদ্ধাবস্থায় বা অন্য কোন জরুরী অবস্থায় বা জন-নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে সরকার, প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিলে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন বিষয়ে আদেশ জারী করিতে পারিবে-

(ক) এই আইন বা তদাধীন প্রণীত বিধি বা ANO এর অধীন ইস্যুকৃত সকল বা যে কোন লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট, সম্পূর্ণরূপে, বা এতদসংক্রান্ত আদেশে উল্লিখিত সরকারের নিকট উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত যে কোন শর্ত সাপেক্ষে, বাতিল বা স্থগিত সংক্রান্ত;

(খ) বাংলাদেশ বা ইহার কোন অংশের উপর দিয়া সকল বা যে কোন বিমান বা বিমান শ্রেণীর চলাচল, সম্পূর্ণরূপে, বা এতদসংক্রান্ত আদেশে উল্লিখিত সরকারের নিকট উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত যে কোন শর্ত ও পদ্ধতি সাপেক্ষে, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত;

(গ) যেকোন বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর, বিমান কারখানা, ফ্লাইং স্কুল বা ক্লাব, অথবা বিমান পরিচালনা, প্রস্তুত, মেরামত বা সংরক্ষণের স্থান বা তৎসংশ্লিষ্ট যেকোন শ্রেনী বা বর্ণনা এর নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষন বা ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বা শর্তাধীনে নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত; এবং

(ঘ) যেকোন বিমান বা বিমানশ্রেণী বা বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর বা হেলিপোর্ট, বিমান কারখানা, ফ্লাইং স্কুল বা ক্লাব, অথবা বিমান পরিচালনা, প্রস্তুত, মেরামত বা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, পস্নান্ট, উপকরণ বা সামগ্রীসহ বিমান প্রস্তুত বা মেরামত করিবার বা রাখিবার স্থান আদেশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারের অনুকূলে হস্তান্তরের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণের নির্দেশ প্রদান সংক্রান্ত।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা উক্ত উপ-ধারায় দফা (ঘ) অনুসারে কোন বিমান বা বিমান শ্রেণী হস্তান্তরের আদেশ দ্বারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন অর্পিত কোন বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর, বিমান কারখানা, ফ্লাইং স্কুল বা ক্লাব অথবা বিমান প্রস্তুত বা মেরামত করিবার বা রাখিবার স্থানের সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) কোন চুক্তি দ্বারা নির্ধারণযোগ্য ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে, উক্ত চুক্তি অনুসারে;
(খ) এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোন চুক্তি করা সম্ভব না হইলে, সরকার, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য, এইরূপ কোন ব্যক্তিকে এতদুদ্দেশ্যে সালিশকারী হিসাবে নিয়োগ করিবে;
(গ) সরকার, সালিশকারীকে সহায়তা করিবার জন্য, ক্ষেত্রবিশেষে অর্জিত সম্পত্তির প্রকৃতি অনুযায়ী এতদ্বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবে এবং এইরূপ কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করা হইলে, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তিও এতদুদ্দেশ্যে একজন মূল্য নির্ণায়ক মনোনীত করিতে পারিবেন;
(ঘ) সালিশকারীর সম্মুখে কার্যক্রম শুরু হইবার পূর্বে, সরকার এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের ন্যায্য পরিমাণ সম্পর্কে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিবে;
(ঙ) সালিশকারী তাহার সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন, যথাঃ-
(অ) প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, ১৯৮২ এর ধারা ৯ এর বিধানাবলী; এবং
(আ) সম্পত্তি অর্জনের স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রকৃতি;
(চ) এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত পরিমাণ অতিক্রম না করিবার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে সালিশকারী কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যাইবে;
(ছ) এই উপ-ধারা বা এতদসংক্রান্ত বিধিতে উল্লিখিত বিধান ব্যতিত এই উপ-ধারার অধীন কোন সালিশ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রচলিত অন্য কোন আইনের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) সরকার, উপ-ধারা (১) এর অধীনকৃত কোন আদেশ প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কৃত কোন আদেশ, জ্ঞাতসারে, প্রতিপালন না করেন বা করিতে ব্যর্থ হন বা আদেশ লংঘন করিয়া কোন কার্য্য করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ)লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড দন্ডিত হইবেন, এবং উক্ত দন্ড প্রদানকারী আদালত দন্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট বিমান বা বস্তু বা ইহার কোন অংশ, যদি থাকে, সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৬। বিমান দুর্ঘটনা ও মারাত্মক ঘটনার তদন্ত।-

(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিমান দূর্ঘটনা বা মারাত্মক ঘটনার কারণ তদন্তের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে-
(ক) বাংলাদেশে বা উহার উপর দিয়া চলাচলকারী কোন বিমান ; অথবা
(খ) অন্য কোন স্থানে চলাচলকারী বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন বিমান।
(২) এই আইনের অধীন প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, এই সকল বিধান হইবে-
(ক) নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন দূর্ঘটনার নোটিশ প্রদান সংক্রান্ত;
(খ) কোন দূর্ঘটনা বা মারাত্মক ঘটনা তদন্তের উদ্দেশ্যে, এতদসংক্রান্ত প্রচলিত আইনের বিধানাবলী, পরিবর্তনসহ বা ব্যতীত, প্রয়োগ সংক্রান্ত;
(গ) দূর্ঘটনা কবলিত বিমান নিষিদ্ধ, তদন্ত স্থগিতকরণ, উহাতে প্রবেশ বা হস্তক্ষেপ, এবং তদন্তের উদ্দেশ্যে, যতদূর সম্ভব, উক্ত বিমানে প্রয়োজনীয় প্রবেশ, পরীক্ষা সরানো, সংরক্ষণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, বা অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তিকে অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত;

(ঘ) তদন্তকালে যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এই আইন বা তদাধীন প্রণীত কোন বিধি বা ANO এর অধীন প্রদত্ত বা স্বীকৃত কোন লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট বাতিল, স্থগিত, পৃষ্ঠাংকন বা সমর্পণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট উপস্থাপন সংক্রান্ত;

(ঙ) এই উপ-ধারায় উল্লিখিত কোন বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক অন্য কোন বিষয়।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তদন্ত প্রক্রিয়া স্বাধীন করিবার লক্ষ্যে একটি এজেন্সি বা কমিশন বা বোর্ড বা অন্য কোন সংস্থাকে উক্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ভার অর্পন করতঃ উহার প্রধানকে বিমান দুর্ঘটনা ও মারাত্মক ঘটনার তদন্ত করিবার সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবে।

৭। ফ্লাইট প্রতিরোধ ও বিমান আটকের ক্ষমতা ।-

(১) চেয়ারম্যান, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিমান পরিচালনা করা যাইবে না মর্মে, বেসামরিক বিমানের অপারেটর বা এয়ারম্যান'কে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যদি -

(ক) বিমানটি উড্ডয়নে সক্ষম না হয়;

(খ) এয়ারম্যান ফ্ল্যাইটের জন্য যোগ্য বা দৈহিক বা মানসিকভাবে সক্ষম না হয়;

(গ) নিরাপত্তা ও সুরক্ষার মারাত্মক ঝুঁকি সনাক্ত করা হয়।

(২) চেয়ারম্যান বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ যে কোন বিমান আটক করিতে পারিবেন, যদি-

(ক) অভিপ্রেত ফ্লাইটের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া অনুমিত হয় যে, উক্ত ফ্লাইট উহাতে আরোহণকৃত যাত্রীগণের ক্ষেত্রে বা ভূপৃষ্ঠের কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিপদজনক হয়; বা

(খ) এই আইন বা তদাধিন প্রনীত বিধান বা প্রবিধান বা ANO প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ আটক আবশ্যিক হয়।

৮। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিধি প্রনয়ণের ক্ষমতা।-

সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন বিমানঘাঁটি বা বিমান বন্দরে আগত বা অবস্থিত বিমান হইতে সৃষ্ট বা ছড়ানো কোন সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগের দ্বারা জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য এবং কোন বিমানঘাঁটি বা বিমান বন্দর পরিত্যাগকারী কোন বিমানের মাধ্যমে সৃষ্ট বা ছড়ানো সম্ভাব্য সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগের প্রতিরোধের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এই ধারার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া বিমান বন্দর ও বিমানঘাঁটি বা কোন বিশেষ বিমানবন্দর বা বিমানঘাঁটি সম্পর্কে এইরূপ যে কোন বিষয়ে জলযান ও বন্দর সম্পর্কে বন্দর আইন, ১৯০৮ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (৩) এর উপ-দফা (অ) হইতে (এ) এর অধীন প্রণীত বিধির অনুকরণে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৯। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য জরুরী অবস্থা জারীর ক্ষমতা।-

(১) যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, বাংলাদেশ বা ইহার কোন অংশে কোন মারাত্মক মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাবের হুমকি রহিয়াছে ও বিমানের মাধ্যমে উক্ত রোগের সূত্রপাত বা ছড়াইয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে এবং ইহার কারণে জনস্বাস্থ্যের জন্য উক্ত ঝুঁকি প্রতিরোধকল্পে প্রচলিত বিধান অপর্যাপ্ত, তাহা হইলে সরকার, উক্ত ঝুঁকি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে, সরকার, ধারা ৯ এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী বিমান ও উহাতে বহনকৃত যাত্রী, ব্যাগেজ, কার্গো, কনটেইনার, পণ্য, ডাক সামগ্রী বা অন্য কোন সামগ্রী এবং বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দর সংক্রান্ত বিষয়ে অন্তবর্তীকালীন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) ধারা ৩৬ এ যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রণীত বিধি প্রনয়ণের ক্ষমতা পূর্ববর্তী প্রকাশনার শর্তাবলী দ্বারা খর্ব হইবে না যাহা উহা প্রকাশের তারিখ হইতে অনধিক ৩ (তিন) মাসের জন্য কার্যকর থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত বিধির কার্যকারিতা অতিরিক্ত অনধিক ৩ (তিন) মাসের জন্য বহাল রাখিতে পারিবে।

১০। প্রবিধান প্রণয়ণের ক্ষমতা।-

(১) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে এই আইন এবং তদাধীন প্রণীত বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরুপ, প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল প্রবিধান সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উক্তরুপ প্রকাশের তারিখ হইতে সেইগুলি কার্যকর হইবে।

অধ্যায়-০৩
সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধানাবলী

১১। নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিধানাবলী।-

(১) <u>অত্র আইন ও এতদ উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে</u> বেসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার উন্নয়নের নিমিত্তে চেয়ারম্যান নিম্নবর্ণিত বিষয়ে দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রাপ্তঃ

(ক) বেসামরিক বিমান পরিবহণের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য চেয়ারম্যানের নিকট যাহা যথাযথ হিসাবে প্রতীয়মান হয় সেই সকল বিষয়ে মানদন্ড, পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া অন্তর্ভূক্ত করিয়া ANO সহ আদেশ (Order),নির্দেশ (Directive), নির্দেশনা (instruction), সার্কুলার (Circular) ইত্যাদি প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় সংশোধন;

(খ) প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া এইরূপ ANO- তে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকিতে পারিবে, যথাঃ-

(অ) শিকাগো কনভেনশনের পরিশিষ্ট সমূহ ও সংশ্লিষ্ট ICAO ও আন্তর্জাতিক ডকুমেন্ট এ বর্ণিত মানদন্ড এবং উহার সংশোধনী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত;

(আ) বেসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে পরিচালিত পরিদর্শন ও তদারকি কার্যক্রম (Inspection and oversight activities) সংক্রান্ত;

(ই) বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট বা অনুমোদন এর জন্য আবেদনকারী অথবা লাইসেন্সধারী বা সার্টিফিকেটধারী বা অনুমোদনধারী কর্তৃক বিমান বা বিমানবন্দর পরিচালনা এবং/বা সেবা প্রতিষ্ঠা বা প্রদানের অনুমোদন প্রাপ্তির নিমিত্তে আবেদনকারী অথবা লাইসেন্সধারী বা সার্টিফিকেটধারী বা অনুমোদনধারী কর্তৃক সরবরাহতব্য তথ্য সংক্রান্ত;

(ঈ) বিমান প্রস্তুত, মেরামত ও সংরক্ষণ, এবং বিমান প্রস্তুত বা মেরামত করিবার বা রাখিবার স্থান পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত;

(ঋ) এই আইন বা তদাধীন প্রণীত বিধি বা ANO এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিদর্শন বা তত্ত্বাবধান এবং উক্ত পরিদর্শন বা তত্ত্বাবধানের জন্য প্রদেয় সুবিধাদি সংক্রান্ত;

(এ) বিমান চলাচল, বিমান কর্তৃক বহনীয় সার্টিফিকেট, লাইসেন্স বা অন্যান্য দলিলাদির শর্তাবলী সংক্রান্ত;

(ঐ) বিমান পরিচালনা, প্রস্তুত, মেরামত বা সংরক্ষণ এবং বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে বা হেলিপোর্টে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের লাইসেন্স সংক্রান্ত;

(ও) এই আইন বা তদাধীন প্রণীত বিধি বা ANO এর অধীন লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট প্রদানের পদ্ধতি ও শর্তাবলী, এতদসংশ্লিষ্ট পরীক্ষা বা টেস্ট, এবং উক্ত লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট বা কোন লগবহির ফরম, হেফাজত, প্রস্তুত, পৃষ্ঠাংকন, বাতিল বা স্থগিত এবং সমর্পণ বা হস্তান্তর সংক্রান্ত;

(ঔ) লগবহি ইস্যুকরন ও রক্ষণাবেক্ষন সংক্রান্ত;

(অঅ) বাংলাদেশের উপর দিয়া বা বাংলাদেশের একস্থান হইতে অন্য স্থানে বিমান চলাচলের শর্তাবলী নির্ধারণ সংক্রান্ত;

(আআ) এই আইন বা তদাধীন প্রণীত বিধি বা ANO এর অধীন পরিদর্শন (Inspection), অডিট, তদারকি (Oversight), পরীক্ষা গ্রহন এবং টেস্ট কার্যক্রম অথবা সার্টিফিকেট অথবা লাইসেন্স অনুমোদন, প্রদান, হস্তান্তর, নবায়ন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ের উপর ফি ও চার্জ আরোপ করা সংক্রান্ত;

(ইই) এই উপ-ধারায় উল্লিখিত কোন বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক অন্য কোন বিষয়;

(২) এই আইনের অধীন ন্যূনতম মানদন্ড (Minimum Standards) নির্ধারণে, ANO প্রণয়নে এবং সনদ, কর্তৃত্ব, অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান, সকল অপারেটর এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ জনস্বার্থে তাহাদের দায়িত্ব পালনকালে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি যেন সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে সে সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখিবেন।

১২। প্রকাশনা ও বৈসাদৃশ্যের প্রজ্ঞাপন।-

(১) চেয়ারম্যান জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ও ব্যবহারের পক্ষে সর্বোচ্চ সুবিধাজনক পন্থায় এই আইন বা তদাধীন প্রনীত বিধির অধীনে জারিকৃত ANO, নির্দেশনা, সার্কুলার ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) শিকাগো কনভেনশনের পরিশিষ্টের মানদন্ড ও সুপারিশকৃত পদ্ধতি (Standards and Recommended Practices) সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যান, ICAO এর পরিষদকে জাতীয় নিয়ম-কানুন (National Regulations), ANO ও প্রথা এবং ICAO এর সংশ্লিষ্ট মানদন্ডের মধ্যে বিদ্যমান বৈসাদৃশ্য, প্রজ্ঞাপনের (Filing) মাধ্যমে ICAO এর নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবহিত করিবেন ।

১৩। ANO, নির্দেশাবলী এবং সার্কুলারের কার্যকারীতা।-

(১) জরুরী ক্ষেত্র ব্যতীত, চেয়ারম্যান কর্তৃক জারীকৃত সকল ANO সহ নির্দেশাবলী ও সার্কুলার, চেয়ারম্যান কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে কার্যকর হইবে এবং পরবর্তী ANO বা নির্দেশাবলী বা সার্কুলার জারী না হওয়া পর্যন্ত, অথবা উক্ত ANO বা নির্দেশাবলী বা সার্কুলারে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত, কার্যকর থাকিবে।

(২) যখনই চেয়ারম্যান মনে করিবেন যে, বেসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের মত জরুরী অবস্থা বিরাজমান তখন কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা অভিযোগ ব্যতীত স্ব-উদ্দ্যোগে, আগ্রহী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগনের জবাব বা অন্য কোন প্রকার আর্জী গ্রহণ বা ব্যতীত এবং নোটিশ প্রদান ও সুনানী অনুষ্ঠান করিয়া অথবা ব্যতীত অথবা অনুরূপ রিপোর্ট প্রনয়ণ অথবা দাখিল করিয়া বা ব্যতীত এইরূপ জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় বেসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে যেইরূপ আবশ্যক, সেইরূপ ন্যায় ও যুক্তিসংগত ANO প্রনয়ণ বা নির্দেশনাবলী বা সার্কুলার জারী করিবার ক্ষমতা চেয়ারম্যানের থাকিবে। তবে, ঘটনার অব্যবহিত পরে, কি পরিস্থিতিতে উক্ত ANO বা নির্দেশাবলী বা সার্কুলার জারির পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছিল এই বিষয়ে যথাযথ উদ্দ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেইরূপ পদ্ধতিতে এবং নোটিশ প্রদানপূর্বক যেকোন ANO, নির্দেশাবলি ও সার্কুলার স্থগিত বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৪) এরুপ ক্ষেত্রে তা তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রণালয়কে/সরকারকে জানাতে হবে।

১৪। চেয়ারম্যানের সাধারন ক্ষমতা।-

(১) চেয়ারম্যান, এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর করিবার এবং উহার অধীন অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন, এই আইনের বিধান অনুসারে সেইরূপ কার্য সম্পাদন, তদন্ত পরিচালনা, আদেশ জারি, ANO ও কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন এবং সংশোধন করিতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যান, শিকাগো কনভেনশনের পরিশিষ্ট এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুসারে, সময় সময় বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, উহার পরিচালনা ও সেবার জন্য আবশ্যক ন্যূনতম সুরক্ষার মান **(Minimum Safety Standard)** নির্ধারণ ও সংশোধন করিতে পারিবেন।

১৫। ক্ষমতার্পণ ও দায়িত্বভার।-

(১) চেয়ারম্যান প্রয়োজন মনে করিলে, তাঁহার কোন ক্ষমতা লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা পরিদর্শক বা কর্মচারী বা কোন ইউনিট'কে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যান তাঁহাকে অর্পিত কোন ক্ষমতা, সংশ্লিষ্ট বিধান মোতাবেক তত্ত্বাবধান ও রিভিউ সাপেক্ষে, উপযুক্ত বেসরকারি ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবেন। তবে, চেয়ারম্যান ইহা নিশ্চিত করিবেন যেন, উক্তরূপ অর্পণের ফলে সকল অপারেটর এবং অন্যান্য সেবা সংস্থা বাস্তব পক্ষে তারা যেন নিজেরাই নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ না করে।

১৬। এয়ার ট্রাফিক (Air Traffic) সংক্রান্ত ANO ।-

(১) চেয়ারম্যান, বিমান চলাচলের সুরক্ষার স্বার্থে, যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সেইরূপ এয়ার ট্রাফিক সংক্রান্ত ANO প্রণয়ন করিতে পারিবেন-

(ক) বিমানের ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ;

(খ) বিমানের নেভিগেশন (Navigation), সুরক্ষা ও সনাক্তকরণ;

(গ) ভূ-পৃষ্ঠে ব্যক্তি ও সম্পত্তির সুরক্ষা; এবং

(ঘ) চলাচলযোগ্য আকাশ সীমার কার্যকর ব্যবহারসহ ফ্লাইটের নিরাপদ উচ্চতা সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং বিমানের সহিত বিমান, ভূযান বা জলযান ও অন্য কোন বস্তু এবং বাতাসবাহিত কোন বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষ প্রতিরোধের জন্য নিয়মাবলী ।

(২) চেয়ারম্যান, সুরিক্ষত ও নিরাপদ বিমান চলাচলের স্বার্থে, আকাশের ও বিমান ঘাঁটির ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও উহার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন চেয়ারম্যানকে প্রদত্ত ক্ষমতা কেবল এইরূপ আকাশ সীমার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইবে যে আকাশ সীমার বিমান নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব, কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা অন্য কোন ব্যবস্থাধীনে, বিদেশি কোন রাষ্ট্রকে প্রদান করা হয় নাই।

(৪) এই আইনের অধীন প্রদত্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগ ও আরোপিত দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান জাতীয় প্রতিরক্ষা, বাণিজ্যিক ও জেনারেল এভিয়েশন (General Aviation) এবং চলাচলযোগ্য আকাশসীমার মধ্যে গমনাগমনের জন-অধিকার এর আবশ্যকতা এর বিষয়টি বিবেচনায় রাখিবেন।

১৭। বাণিজ্যিক বিমান পরিবহণ সংক্রান্ত নিরাপত্তা ।-

(১) চেয়ারম্যানকে এতদ্বারা শিকাগো কনভেনশনের সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্ট এবং অন্যান্য ডকুমেন্ট এর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিমানঘাঁটি ও উহার চতুর্পার্শ্বের এলাকার ও বিমান পরিবহণ সংক্রান্ত অন্যান্য স্থাপনার নিরাপত্তার লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যথাযথ ANO প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

(২) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যে বেআইনি হস্তক্ষেপ ব্যবহার করা যায় এমন অস্ত্র, বিষ্ফোরক অথবা অন্য যেকোন যন্ত্র খুঁজে পাওয়ার জন্যে বিমান বন্দরের যাত্রী ও যাত্রী ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি, যাত্রীর মালপত্র, কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস পার্সেল সমেত সকল ডাক স্ক্রিনিং এবং প্রয়োজনে তল্লাশি করার লক্ষ্যে, চেয়ারম্যান ANO প্রণয়ন ও নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যানকে, এতদ্দ্বারা, বাণিজ্যিক বিমান পরিবহণে নিযুক্ত বিমানে অবস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গ ও সম্পদকে, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও বিমান দস্যুতা/ছিনতাই হইতে সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্তে যেইরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বনের উদ্দেশ্যে, ANO প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

(৪) চেয়ারম্যান অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক বিমান পরিবহণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিমান পরিবহনের যাত্রী ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এয়ার অপারেটর ও উহাদের এজেন্ট ও কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা তল্লাশি, সম্পদ পরিদর্শন ও আটকের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকালে উক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি সমরূপ, আন্তরিক ও সৌহার্দপূর্ণ আচরন প্রদর্শনের নিশ্চয়তা প্রদানে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উহার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবেন। কোন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ আটক করিতে পারিবে।

১৮। বৈধতা।-

(১) চেয়ারম্যান, সার্টিফিকেট প্রদান ও পরিদর্শন এর দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে, অন্য কোন রাষ্ট্রের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কার্যকে, বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত, বৈধতা প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত-

(ক) বিমান পরিচালনা, তৈরী, মেরামত অথবা রক্ষণাবেক্ষনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর কার্যক্রম গ্রহনের ক্ষেত্রে, অন্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই শিকাগো কনভেনশনের স্বাক্ষরকারী হইতে হইবে এবং সার্টিফিকেট ইস্যুকরণ ও কারেন্সি সম্পর্কিত বিষয়ে শিকাগো কনভেনশনের বাধ্যবাধকতা পালনকারী হইতে হইবে।

(খ) এয়ার অপারেটর, অনুমোদিত রক্ষণাবেক্ষন প্রতিষ্ঠান (Approved Maintenance Organization), অনুমোদিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (Approved Training Organization), প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এর প্রতি প্রযোজ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান অবশ্যই তাহার নিজস্ব বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করিবেন এবং সহায়ক দলিলপত্র তলব করিবেন। চেয়ারম্যান ইহা নিশ্চিত করিবেন যে, যখন অন্য কোন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কার্যের উপর বৈধতা নির্ভর করে, তখন উক্ত রাষ্ট্র, সার্টিফিকেশন ও উহার এয়ার অপারেটর, অনুমোদিত রক্ষণাবেক্ষন প্রতিষ্ঠান, অনুমোদিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এর বিদ্যমান বৈধতা সম্পর্কে তাহারা শিকাগো কনভেনশনের বাধ্য-বাধকতা পূরণ করেনি মর্মে কোন তথ্য নাই।

১৯। আকাশ পথে বিপজ্জনক পণ্য (Dangerous Goods) পরিবহন।-

চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমানের মাধ্যমে বিপজ্জনক পণ্যের নিরাপদ পরিবহণের ক্ষেত্রে শিকাগো কনভেনশনে উল্লিখিত বিপজ্জনক পণ্য সংক্রান্ত পরিশিষ্ট ও ICAO এর টেকনিক্যাল নির্দেশাবলির (Technical Instructions) যথাযথ প্রতিপালন (compliance) কার্যকর ও মনিটর করিবেন এবং প্রয়োজনে বাংলাদেশের পক্ষে উক্ত টেকনিক্যাল নির্দেশনার ভিন্নতার প্রস্তাব দাখিলের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

২০। সেইফটি ওভারসাইট রেসপনসিবিলিটি (Safety Oversight Responsibilities) বিনিময় বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ।-

(১) চেয়ারম্যান, শিকাগো কনভেনশনের অনুচ্ছেদ 83 *bis* অনুসরন করিয়া অন্য কোন রাষ্ট্রের এ্যারোনটিক্যাল কর্তৃপক্ষের সহিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাপেক্ষে শিকাগো কনভেনশনের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের অধীনে নিবন্ধিত বিমান সম্পর্কে উক্ত দেশের সহিত পারস্পরিক সকল কার্যাবলী ও দায়িত্ব বিনিময় করিতে পারিবেন; তবে, চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচলের সেইফটি ওভারসাইট বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধানের অধীনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ দেশের সহিত অনুরূপ বিনিময় চুক্তি নাও করিতে পারেন;

(২) চেয়ারম্যান উপধারা (১) এ বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য যেইরূপ প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ শর্তাবলী নির্ধারন করিতে পারিবেন।

অধ্যায়-০৪
লাইসেন্স, সার্টিফিকেট, নিবন্ধন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী

২১। বিমান নিবন্ধন ।-

(১) বাংলাদেশে কোন বেসামরিক বিমান পরিচালনা বেআইনি হইবে যদিনা উহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত হয় বা কোন বিদেশি রাষ্ট্রের আইন অনুসারে নিবন্ধিত হয়।

(২) চেয়ারম্যান এই আইন ও তদাধীন বিধির আলোকে প্রনীত প্রক্রিয়ায় নিবন্ধনযোগ্য কোন বিমানের জন্য উহার মালিককে নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে পারিবেন। চেয়ারম্যান কোন মালিক কর্তৃক কোন বিমানের নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান এবং জনস্বার্থে সমীচীন মনে হইলে ইস্যুকৃত নিবন্ধন সার্টিফিকেট স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের অধীন নিবন্ধিত হইলে, কোন বিমান বাংলাদেশের জাতীয়তা অর্জন করিবে। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনের অধীন কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক বিমানটির মালিকানার দাবি করা হয় বা হইতে পারে এইরূপ কোন কার্যক্রমে, এই ধারার অধীন ইস্যুকৃত নিবন্ধন সার্টিফিকেট মালিকানার প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইবে না ।

২২। বিমানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় রেকর্ডকরণ/নথিভুক্তিকরণ ।-

(১) চেয়ারম্যানকে এতদ্দারা, বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন বেসামরিক বিমান এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন বিমানে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত কোন বিমান ইঞ্জিন, প্রপেলার, এ্যাপলায়েন্স বা খুচরা যন্ত্রাংশ (Spare Parts) এর স্বত্ব বা স্বার্থ নির্ধারণকারী দলিলপত্র রেকর্ড করিবার জন্য একটি জাতীয় সিস্টেম/ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

(২) চেয়ারম্যান কর্তৃক কোন রেকর্ডিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করিবার পর এইরূপ নিবন্ধিত বিমান, বিমান ইঞ্জিন, প্রপেলার, এ্যাপলায়েন্স বা খুচরা যন্ত্রাংশ এর স্বত্ব বা স্বার্থ নির্ধারণকারী কোন দলিল, উহার পক্ষগণের মধ্যে ব্যতীত, বৈধ হইবে না, যদিনা উহা উক্ত সিস্টেমে রেকর্ড করা হয়।

(৩) এইরূপভাবে রেকর্ডকৃত দলিলের বৈধতা, যদি না উহার পক্ষগণ কর্তৃক অন্যভাবে নির্ধারিত হয়, বাংলাদেশের আইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে। যে সকল দলিলপত্র রেকর্ডের প্রয়োজন হইবে তাহা চেয়ারম্যান কর্তৃক জারীকৃত ANO দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৩। এয়ারম্যান লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট ।-

(১) কোন ব্যক্তি কোন বিমানে এয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনে অনুমোদন প্রাপ্ত তাহা উল্লেখ পূর্বক উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে এয়ারম্যান সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স ইস্যু করিতে চেয়ারম্যানকে ক্ষমতা প্রদান করা হইল। চেয়ারম্যান শিকাগো কনভেনশন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুসারে সার্টিফিকেট বা লাইসেন্সের বিষয়বস্তু, শর্তাবলী এবং ইস্যু প্রক্রিয়া নির্ধারন করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বিদেশি নাগরিককে লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেইরূপ নিষেধাজ্ঞা বা বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবেন।

২৪। এয়ারওর্দিনেস সার্টিফিকেট (Airworthiness Certificate)।-

(১) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন বিমানের এয়ারওর্দিনেস সার্টিফিকেট প্রদানে চেয়ারম্যানকে ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

(২) চেয়ারম্যান, শিকাগো কনভেনশন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুসারে এয়ারওর্দিনেস সার্টিফিকেট ইস্যু প্রক্রিয়া, উহার শর্তাবলী এবং উহার অতিরিক্ত অনুমোদনের শর্তাবলী নির্ধারন করিবেন।

২৫। এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেট (AOC)।-

(১) কোন এয়ার অপারেটর কোন বাণিজ্যিক বিমান পরিবহনে নিযুক্ত হইতে পারিবে না, যদিনা **কর্তৃপক্ষ** কর্তৃক তাহার অনুকূলে অনুরূপ পরিবহণে নিযুক্ত হইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রদত্ত সার্টিফিকেট কার্যকর থাকে।

(২) চেয়ারম্যানকে এতদদ্বারা এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেট ইস্যুর এবং উক্ত সার্টিফিকেট যে এয়ার অপারেটরকে ইস্যু করা হইয়াছে উহার কার্য পরিচালনার ন্যূনতম সুরক্ষার ও নিরাপত্তার মান নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

(৩) চেয়ারম্যান শিকাগো কনভেনশন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুসারে এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেট ইস্যুকরন প্রক্রিয়া, এয়ার অপারেটরের কারিগরি ও আর্থিক সক্ষমতার নিরূপন প্রক্রিয়া, দায়বীমা, সার্টিফিকেটের শর্তাবলী নির্ধারন করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন সার্টিফিকেট বা অন্য কোন কর্তৃত্বের জন্য আবেদনকারী প্রত্যেককে উহার আবেদনাধীন পরিবহন কার্য যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য অবশ্যই যোগ্য, আগ্রহী ও সক্ষম হইবার, এবং এই আইনের বিধান ও উহার অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, ANO প্রতিপালন ও চেয়ারম্যানের অধিযাচন পূরণ সংক্রান্ত শর্ত অব্যাহত প্রতিপালনীয় শর্ত হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং উহা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক অপারেটরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। দায়িত্ব পালনে এয়ার অপারেটরের যোগ্যতা, আগ্রহ ও সক্ষমতা সংক্রান্ত অব্যাহত প্রতিপালনীয় শর্ত পূরণে ব্যর্থতার কারনে, চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট অপারেটরের সার্টিফিকেট বা অন্যান্য কর্তৃত্ব, আদেশ দ্বারা, সম্পূর্ণ বা আংশিক, সংশোধন, স্থগিত বা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(৫) **চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তে কেহ সংক্ষুব্ধ হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে।**

২৬। বিদেশি এয়ার অপারেটরগণকে প্রদত্ত পারমিট (Permit) ।-

(১) কোন বিদেশি এয়ার অপারেটর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক বিমান পরিবহনে নিযুক্ত হইবে না, যদিনা তাহার অনুকূলে উক্তরূপ পরিবহণে নিযুক্ত হইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া চেয়ারম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত কার্যকর পারমিট (Permit) থাকে।

(২) উপধারা (১) পূরণ সাপেক্ষে চেয়ারম্যানকে, কোন বিদেশি এয়ার অপারেটর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক বিমান পরিবহণের পারমিট প্রদানে ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

(৩) চেয়ারম্যান উক্ত পারমিট প্রয়োজনে সংশোধন, স্থগিত বা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান, উক্ত পারমিট ইস্যুকরন, উহার সংশোধন, স্থগিত বা প্রত্যাহারের শর্তাদি নির্ধারন করিতে পারিবেন।

(৫) **চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তে কেহ সংক্ষুব্ধ হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে।**

২৭। প্রশিক্ষণ সংস্থা (ATO) এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (AMO)।–

(১) বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত কোন প্রশিক্ষণ সংস্থা (**ATO**) এবং বিমান রক্ষণাবেক্ষন সংস্থা (**AMO**)-কে সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স বা অনুমোদন প্রদান করিতে চেয়ারম্যানকে ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

(২) চেয়ারম্যান শিকাগো কনভেনশন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুসারে প্রশিক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষন সংস্থার সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স বা অনুমোদনের শর্তাবলী নির্ধারন এবং উক্ত সংস্থাসমূহে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও রেটিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৮। বিমানঘাঁটি অথবা বিমান বন্দরের লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট প্রদান।–

(১) চেয়ারম্যান, এয়ার অপারেটর বা বিদেশি এয়ার অপারেটরসমূহের সিডিউল (Schedule) বা ননসিডিউল (Non-Schedule) বিমান অপারেশনের কাজে ব্যবহৃত কোন বিমানঘাঁটি অথবা বিমান বন্দরকে লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট প্রদান করিতে এবং উক্তরূপ অপারেশনের ন্যূনতম সুরক্ষা মান নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যান, ICAO কনভেনশন এর পরিশিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট এর আলোকে বিমানঘাঁটি এবং বিমানবন্দরকে লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট প্রদানের নিমিত্তে বিস্তারিত বিবরণী এবং কার্যপ্রণালী ও মানদন্ড নির্ধারন করিবেন।

২৯। আবেদনের ফরম।–

এই আইনের অধীন ইস্যুতব্য সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স বা অনুমোদন এর জন্য আবেদন চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে, তথ্য সহযোগে, পদ্ধতিতে, দলিলাদি সমেত দাখিল করিতে হইবে এবং চেয়ারম্যান প্রয়োজন মনে করিলে, উক্ত আবেদন, শপথ বা প্রতিজ্ঞা সহ দাখিল করিতে হইবে।

৩০। সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স বা অনুমোদন সংশোধন, পরিবর্তন, স্থগিত ও প্রত্যাহার এবং পরিচালনার উপর বিধি-নিষেধ এবং/বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ।-

(১) চেয়ারম্যান, সময় সময় যে কোন কারণে, কোন বেসামরিক বিমান, বিমান ইঞ্জিন, প্রপেলার, এ্যাপয়েন্স, এয়ার অপারেটর, অনুমোদিত প্রশিক্ষণ বা রক্ষণাবেক্ষন সংস্থা সহ অন্যান্য অপারেটর ও সেবা প্রদানকারী সংস্থা কে অথবা এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট বা লাইসেন্সধারী বা অনুমোদনধারী যে কোন বেসামরিক এয়ারম্যানকে পুনঃপরিদর্শন বা পুনঃ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(২) যদি উক্তরূপ কোন পুনঃপরিদর্শন বা পুনঃপরীক্ষার ফলে বা যদি, চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুষ্ঠিত তদন্তের ফলে, চেয়ারম্যান নির্ধারণ করেন যে, বেসামরিক বিমান চলাচল বা বাণিজ্যিক বিমান পরিবহণে সুরক্ষা ও জনস্বার্থে এইরূপ আবশ্যক, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত কোন এয়ারওর্দিনেস সার্টিফিকেট, এয়ারম্যান লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট বা অনুমোদন, অনুমোদিত প্রশিক্ষণ বা রক্ষণাবেক্ষন সংস্থা সহ অন্যান্য অপারেটর বা সেবা প্রদানকারী সংস্থার সার্টিফিকেট বা অনুমোদন, আংশিক বা সম্পূর্ণ, সংশোধন, পরিবর্তন, স্থগিত বা প্রত্যাহার করিয়া আদেশ জারি করিতে পারিবেন এবং সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স বা অনুমোদনের কোন শর্ত প্রতিপালন না করা অথবা নিরাপত্তা ঝুঁকি/অপর্যাপ্ততা দূর না করিবার কারণে কোন লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট বা অনুমোদন ধারীর বিরুদ্ধে অপারেটিং বিধি-নিষেধ (Operating Restriction) এবং/অথবা নিষেধাজ্ঞা (Sanction) আরোপ করিতে পারিবেন।

(৩) উপধারা (২) এ উল্লিখিত চেয়ারম্যানের কার্য যদি এইরূপ বলিয়া গন্য হয় যাহার ব্যত্যয়ে বিমানে আরোহিত কোন ব্যক্তি অথবা ভূমিতে অবস্থানরত কোন ব্যক্তি-এর জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে তবে উক্তরূপ কার্য/নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ অতীব জরুরী বলিয়া গন্য হইবে এবং অন্য যে কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন চেয়ারম্যানের উক্ত কার্য/নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

(৪) পুর্বোক্ত লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট বা অনুমোদন সংশোধন, পরিবর্তন, স্থগিত বা প্রত্যাহার করিবার পূর্বে চেয়ারম্যান উক্ত লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট বা অনুমোদনধারী ব্যক্তিকে যেই অভিযোগে বা কারণে প্রস্তাবিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে, সেই বিষয়ে অবহিত করিবেন, এবং জরুরি কোন ক্ষেত্র ব্যতীত, তাহাকে উক্ত অভিযোগের জবাব প্রদান এবং কেন উক্তরূপ সংশোধন, পরিবর্তন, স্থগিত বা প্রত্যাহার করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার ও শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৫) উক্তরুপ আদেশ দ্বারা যেই ব্যক্তির সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স বা অনুমোদন ক্ষতিগ্রস্থ হইবে তিনি চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দেশিত সময়ের মধ্যে চেয়ারম্যানের নিকট রিভিউ **(Review)** এর আবেদন করিতে পারিবেন।

(৬) চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তে কেহ সংক্ষুদ্ধ হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

অধ্যায়-০৫
পরিদর্শনের ক্ষমতা

৩১। পরিদর্শনের জন্য প্রবেশের অধিকার।

(১) চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পরিদর্শকের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কোন স্থানে কোন অপারেটর দ্বারা পরিচালিত যে কোন বেসামরিক বিমান উড্ডয়নযোগ্য কিনা এবং অপারেটর ও অন্যান্য সেবা প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রম এই আইন ও এই আইনের অধীন বিধি, চেয়ারম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত ANO এবং প্রযোজ্য শিকাগো কনভেনশনের পরিশিষ্ট অনুসারে পরিচালিত হইতেছে কিনা ইহা নিশ্চিত করিবার জন্য এবং সার্টিফিকেশন, অথরাইজেশন (Authorization), অনুমোদন, পরিদর্শন (Inspection), অব্যাহত সার্ভিলেন্স (Continued surveillance) এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যার নিস্পত্তিকরনের (Resolution of Safety and Security Concern) উদ্দেশ্যে কোন রকম বাধা নিষেধ ব্যতীত উক্ত অপারেটর ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিমানে, ব্যক্তিবর্গের সমীপে, সুযোগ-সুবিধাদি-তে, সংশ্লিষ্ট এভিয়েশন দলিলপত্র ও রেকর্ড ইত্যাদি-তে প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পরিদর্শক, কোন অপারেটর/কোন আবেদনকারীর ও সেবা প্রদানকারীর যে কোন সুযোগ-সুবিধাদি এবং/বা উক্ত সুযোগ-সুবিধাদির সম্প্রসারিত অংশের (Extension of facilities) পরিচালনা এবং বিশ্বের যে কোন স্থানে পরিচালিত হয়, বাংলাদেশে নিবন্ধিত এমন কোন বেসামরিক বিমানের পরিচালনা এই আইন ও এই আইনের অধীন বিধিসমূহ এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত ANO ও প্রযোজ্য শিকাগো কনভেনশনের পরিশিষ্ট অনুসারে সম্পাদিত হয়, ইহা নিশ্চিত করিবার জন্য উক্ত সুযোগ-সুবিধাদি এবং/বা উহাদের সম্প্রসারিত অংশ এবং সংশ্লিষ্ট বিমান পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পরিদর্শকের বাংলাদেশে অবস্থানরত কোন বিদেশি বিমানের পরিচালনা, এই আইনের প্রযোজ্য বিধানসমূহ, তদাধীন প্রনীত বিধিসমূহ এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত ANO এবং প্রযোজ্য শিকাগো কনভেনশনের পরিশিষ্ট অনুসারে পরিচালিত হয়, এই মর্মে নিশ্চিত করিবার নিমিত্তে, পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে উক্ত বিমানে প্রবেশাধিকার থাকিবে।

৩২। পরিদর্শন ও পরবর্তী কার্যক্রমের ক্ষমতা ।-

(১) চেয়ারম্যানের ক্ষমতা থাকিবে এবং দায়িত্ব হইবে-

(ক) সকল অপারেটর ও সেবা প্রদানকারী সংস্থা এবং এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট বা অনুমোদনধারী এয়ারম্যানের কার্যক্রম পরিদর্শন বা পরিক্ষা করা।

(খ) বেসামরিক বিমান চলাচলের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন অপারেটর কর্তৃক ব্যবহৃত বিমান, বিমানের ইঞ্জিন, প্রপেলার ও এ্যাপলায়েন্স উক্ত অপারেটর কর্তৃক নিরাপদ অবস্থায় সংরক্ষণ করা হইতেছে কিনা উহা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিদর্শন করা; এবং পরিদর্শনের সময় উক্ত আইটেমসমূহ রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রত্যেক অপারেটরকে পরামর্শ প্রদান করা।

(২) যদি পরিদর্শনকালে চেয়ারম্যানের নিকট পরিলক্ষিত হয় যে,

(ক) কোন অপারেটর বা সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা কোন এয়ারম্যানের কার্যক্রম মানসম্মত নয় বা এই আইন বা তদাধীন প্রনীত বিধি, চেয়ারম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত ANO তে বিধৃত নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে না, তখন চেয়ারম্যান উক্ত অপারেটর বা সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা এয়ারম্যানকে উহা অবহিত করিবেন এবং তৎপরবর্তীতে ANO তে বর্নিত নির্দেশনা অনুযায়ী নূন্যতম মান বজায় রাখিয়া কার্যক্রম পরিচালিত হইবে মর্মে অপারেটর বা সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা এয়ারম্যান এর অঙ্গীকার আদায় করিবেন।

(খ) বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে কোন অপারেটর কর্তৃক ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত কোন বিমান, বিমানের ইঞ্জিন, প্রপেলার, বা এ্যাপলায়েন্স নিরাপদ ব্যবহারের অবস্থায় নাই, তখন তিনি উক্ত অপারেটরকে উহা অবহিত করিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্তরূপ বিমান, বিমান ইঞ্জিন, প্রপেলার ও এ্যাপলায়েন্স বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে আর ব্যবহৃত হইবে না, অথবা এইরূপভাবে ব্যবহৃত হইবে না যাহাতে বেসামরিক বিমান চলাচল বিপদগ্রস্থ করিতে পারে, যদি না এবং যতক্ষণ না চেয়ারম্যান উহা নিরাপদ ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রহিয়াছে মর্মে মনে করেন।

অধ্যায়-০৬
নিষেধাজ্ঞা ও দন্ড

৩৪। দন্ড।-

(১)যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধান লংঘন করেন বা পতিপালনে ব্যর্থ হন বা অন্যকে প্রতিপালনে বাধা প্রদান করেন মর্মে প্রতীয়মান হয় তবে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত আদালত কর্তৃক সংক্ষিপ্ত পদ্ধদিতে বিচার করা যাইবে।

(২) দেওয়ানী প্রকৃতির অপরাধ, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত, এর ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা বিধিবদ্ধ স্বত্ত্বা এর উপর আর্থিক দন্ড আরোপের ক্ষমতা সংরক্ষন করিবেন, যদি উক্ত ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা বিধিবদ্ধ স্বত্ত্বা এই আইন, ইহার অধীন জারীকৃত বিধি, ANO, আদেশ অথবা এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স বা অনুমোদনের কোন শর্ত বা বিধি-নিষেধ লংঘন করেন। যদি উক্তরুপ লংঘন অব্যাহত থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক লংঘন পৃথক অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৩) এই আইনের কোন বিধান, এই আইনের অধীন জারীকৃত বিধি, প্রবিধান, ANO, আদেশ অথবা এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স বা অনুমোদনের কোন শর্ত বা বিধি-নিষেধ লংঘন করা বা দেওয়ানী প্রকৃতির পৌনঃপুনিক অপরাধ সংঘটন দ্বারা ফৌজদারী প্রকৃতির অপরাধ, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত, এর ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কারাদন্ডে এবং/ অথবা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন, যদিনা এই আইনে ভিন্নরুপ নির্ধারিত না হয়ে থাকে।

(৪) চেয়ারম্যানের, উপধারা (২) এ বর্নীত আর্থিক দন্ড নিরূপণ ও বিবেচনা করিবার ক্ষমতা সংরক্ষন করিবেন। দন্ডের পরিমাণ নির্ধারণের/নিরূপণের ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান সংঘটিত লংঘনের প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিকতা, ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব, এবং লংঙ্ঘনকারী ব্যক্তি, অপরাধের মাত্রা, অতীত অপরাধ, পরিশোধের ক্ষমতা, ব্যবসা অব্যাহত রাখিবার সক্ষমতার উপর প্রভাব, এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিবেন। চেয়ারম্যান দন্ড/জরিমানা নিরুপণ বা কার্যকর করা সম্পর্কিত ANO জারী করিবেন, এবং এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত ANO এর কতিপয় শর্ত লংঘনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দন্ড/জরিমানার পরিমাণ সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৫) সরকার প্রতি চার বৎসর অন্তর মুদ্রাস্ফীতির সহিত অর্থ দন্ডের পরিমাণ সমন্বয় করিতে পারিবেন এবং জনগণের জ্ঞাতার্থে সমন্বিত আর্থিক দেওয়ানি দন্ড প্রকাশ করিবেন। উক্ত দন্ড প্রকাশনার ৩০(ত্রিশ) দিন পর হইতে কার্যকর হইবে।

(৬) যদি উক্ত লংঘনের সহিত কোন বেসামরিক বিমানের সংশ্লিষ্টতা থাকে এবং উক্ত বিমানের মালিক বা অপারেটর কর্তৃক উক্ত লংঘন সংঘটিত হয়, তাহা হইলে দন্ডের বিপরীতে উক্ত বিমান লিয়েনে নেওয়া যাইবে/দখলে রাখা যাইবে।

(৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাহার আকাশ সীমার উপর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব সংরক্ষিত রাখেন। সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কারণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি ইচছাকৃতভাবে বিমানের মাধ্যমে অবৈধভাবে বাংলাদেশের আকাশসীমায় অনুপ্রবেশ করে তবে সেই ব্যক্তি আকাশসীমা লঙ্ঘনের অপরাধে সর্বোচ্চ ০৭(সাত) বছরের ও সর্বনিম্ন ০৩(তিন) বছরের সশ্রম কারাদন্ডে এবং তদুপরি অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৮) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদাধীন প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধান বা ANO এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে, বা সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য এই আইনের অধীন নির্ধারিত দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩৫। বিপজ্জনক পদ্ধতিতে বিমান পরিচালনার দন্ড।

যদি কোন বিমানের পাইলট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন বিমান, ভূমি বা পানিতে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির জন্য বিপজ্জনক পদ্ধতিতে পরিচালনা করেন, এবং যদি তিনি ইহা আদালতে প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হন যে, উক্ত বিমানের এইরূপ পরিচালনা তাহার প্রত্যক্ষ ত্রুটি বা ব্যর্থতার কারণে সংঘটিত হয়নি, তাহা হইলে উক্ত ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তি অনধিক পাঁচ (০৫) বছরের কারাদন্ডে অথবা অনধিক পঞ্চাশ (৫০) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

অধ্যায়-০৭
বিবিধ

৩৬। বিধি সংক্রান্ত বিধান ।-

ধারা ৯ এর উপধারা (৩) কে বলবৎ রাখিয়া, এই আইন দ্বারা প্রণীত ক্ষমতাবলে যে কোন বিধি প্রনয়ণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রকাশনার অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে এবং এরুপ প্রকাশনা ও বিধি প্রনয়ণের মধ্যবর্তী নূন্যতম তিন (০৩) সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে হইবে।

৩৭। অপারেটর, সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও এয়ারম্যানের দায়িত্ব।-

(১) প্রত্যেক অপারেটর ও সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের দায়িত্ব হইবে বেসামরিক বিমান চলাচলে ব্যবহৃত সকল ইকুইপমেন্ট পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষন, ওভারহোল ও মেরামত করা বা করাইবার ব্যবস্থা করা এবং ইহা নিশ্চিত করা যে, সকল কার্যক্রম এই আইন, তদাধীন প্রনীত বিধি এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক জারীকৃত ANO, নির্দেশনা ও আদেশ অনুসারে পরিচালিত হইতেছে।

(২) এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেটধারী প্রত্যেকের দায়িত্ব হইবে ইহা নিশ্চিত করা যে, বিমান রক্ষণাবেক্ষন ও উক্ত এয়ার অপারেটরের অপারেশন জনস্বার্থে এবং এই আইন, তদাধীন প্রনীত বিধি এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক জারীকৃত ANO, নির্দেশনা ও আদেশ অনুসারে পরিচালিত হয়।

(৩) এয়ারম্যান লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট বা অনুমোদনধারী প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হইবে উক্ত লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট বা অনুমোদন এর শর্ত ও বিধি-নিষেধ প্রতিপালন ও অনুসরণ করা।

(৪) বেসামরিক বিমান পরিবহণে দায়িত্ব পালনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হইবে এই আইন, তদাধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান এবং চেয়ারম্যান জারীকৃত ANO ও আদেশ অনুসারে তাঁহার কার্য সংক্রান্ত শর্তাদি প্রতিপালন ও অনুসরণ করা।

(৫) প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি বাণিজ্যিক বিমানে পরিবহনের জন্য, বাংলাদেশে আগত বা বাংলাদেশ হইতে গমনকৃত আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে পরিবহনকৃত বা আগত শিপমেন্ট (Shipment), কার্গো বা ব্যাগেজ গ্রহণ করেন বা গ্রহণেচ্ছু, তাঁহার দায়িত্ব হইবে শিকাগো কনভেনশনের সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্ট এর বিধানাবলী এবং আকাশপথে বিপজ্জনক পণ্যের নিরাপদ পরিবহন সম্পর্কিত ICAO এর টেকনিক্যাল নির্দেশনা অনুসারে উক্ত শিপমেন্ট, কার্গো বা ব্যাগেজ গ্রহণ বা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করা।

৩৮। জনসাধারণের দায়-দায়িত্ব।-

এই আইন সাপেক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হইবে (ব্যক্তিসত্তা ব্যতীত অন্য কোন সত্তার ক্ষেত্রে উহার এজেন্ট ও কর্মকর্তা কর্মচারীসহ) এই আইন বা তদাধীন প্রনীত বিধি বা ANO, নির্দেশাবলী, সার্কুলার, লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট বা অনুমোদন কার্যকর থাকা পর্যন্ত, প্রতিপালন করা বা মানিয়া চলা।

৩৯। ধ্বংসাবশেষ ও উহার উদ্ধারকার্য।-

(১) ধ্বংসাবশেষ ও উহার উদ্ধারকার্য সম্পর্কিত Merchant Shipping Act, 1923 এর VII নং অংশের বিধি যেমনভাবে জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঠিক তেমনভাবে সাগরের গভীরে, সাগরে অথবা সাগরের উপরের জলরাশিতে অথবা সাগর সৈকত অথবা বেলা ভুমিতে পতিত বিমানের ক্ষেত্রে তেমনভাবে প্রযোজ্য হইবে এবং বিমানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধি প্রয়োগের প্রয়োজনে সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যেইরুপ আবশ্যিক বা যুক্তিযুক্ত সেইরুপ সংশোধন করিতে পারিবেন;

(২) গভীর সাগর, সাগর অথবা সাগরের উপরের জলরাশি অথবা সাগর সৈকত অথবা বেলা ভুমি হইতে জীবন রক্ষা বা রক্ষার সহায়তা অথবা বিমানের ভিতরের মালামাল বা পোষাক-পরিচ্ছদ রক্ষায় প্রদত্ত সেবা, জাহাজের ক্ষেত্রে প্রদত্ত অনুরুপ সহায়তার ন্যায় বিবেচিত হইবে এবং বিমানের সাহায্যে সম্পদ অথবা ব্যক্তির অনুকূলে এইরুপ সেবা প্রদান করা হইলে, উদ্ধারকারী জাহাজের ক্ষেত্রে যেইরুপ পারিতোষিক প্রাপ্য হইত, উপরোক্ত সেবার ক্ষেত্রেও সেইরুপ পারিতোষিক প্রাপ্য হইবে;

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সমূহ বিদেশি বিমান এবং বাংলাদেশের জলসীমার বর্হিভূত কোন জলসীমায় সম্পাদিত সেবার ক্ষেত্রেও কার্যকরী হইবে;

৪০। পেটেন্ট (Patent) এর ব্যবহার ।-

বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এইরূপ কোন বিমানে উদ্ভাবনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে Patent and Design Act, 1911 এর ধারা ৪২ এর বিধানাবলি একইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেইরূপে উহা কোন বিদেশি যানে (Vessel) উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

৪১। আদালত কর্তৃক বাজেয়াপ্তের আদেশ।-

যদি কোন ব্যক্তি এই আইন , এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি বা এর অধীন প্রণীত কোন প্রবিধানের বা ANO এর কোন বিধান লংঘনের কারণে দন্ডিত হন, তাহা হইলে উক্ত দন্ড প্রদানকারী আদালত, ক্ষেত্রমত, উক্ত অপরাধ সংঘটনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিমান বা বস্তু বা উপকরণ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪২। কতিপয় মামলা করার ক্ষেত্রে অন্তরায়।-

বাতাস, আবহাওয়া এবং অন্য সকল পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় যে উচ্চতা যুক্তিসঙ্গত এইরূপ উচ্চতায় কোন সম্পত্তির উপর দিয়া কোন বিমান বা ফ্লাইট (Flight) যাওয়াকে অথবা উক্ত বিমান বা ফ্লাইট সংক্রান্ত সাধারন ঘটনাকে অনধিকার প্রবেশ বা উপদ্রপ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া কোন দেওয়ানি মামলা দায়ের করা যাইবে না।

৪৩। নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ।-

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের একটি ইংরেজি পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) ইংরেজি ও বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৪৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।-

(১)The Civil Aviation Ordinance, 1960 (Ordinance No. XXXII of 1960) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে-

(ক) সম্পাদিত কার্য বা প্রণীত বিধিমালা বা জারীকৃত আদেশ, ANO, সার্কুলার বা গেজেট, প্রদত্ত নোটিশ, বা গৃহীত ব্যবস্থা বা কোন চলমান প্রকল্প এই আইনের অধীন সম্পাদিত, প্রণীত, জারীকৃত, প্রদত্ত, গৃহীত বা চলমান রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে;

(খ) সম্পাদিত চুক্তি, ডিড বা দলিল এইরূপে কার্যকর থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন সম্পাদিত হইয়াছে;

(গ) এইরূপ রহিতকরণের পূর্বে উক্ত অধ্যাদেশের বিধান অনুসরনে দায়েরকৃত সকল মামলা ও অন্যান্য আইনগত কার্যধারা তদনুসারে অব্যাহত থাকিবে বা পরিচালিত হইবে।

-সমাপ্ত-